এবেলা

কর্মীর সুখটান, তরুণীর প্রতিবাদে সত্বর সক্রিয় পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা: সরকারি ভবনে প্রকাশ্যে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ— জানা কথা। কিন্তু প্রতিবাদ করেন ক'জন। বুধবার সল্টলেকের ময়ূখভবনের ঘটনায় শুধু প্রতিবাদ করলেন না তথ্যপ্রযুক্তিকর্মী সুদীপ্তা রায়। ধূমপায়ীকে যোগ্য শিক্ষা দিতে থানা পর্যন্ত দৌড়লেন। তাঁর অভিযোগে সাড়া দিয়ে সংশ্লিষ্ট ধূমপায়ীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৎপর হয় বিধাননগর (উত্তর) থানার পুলিশও। সচেতন নাগরিক এবং তৎপর পুলিশ— বছরশেষে জোড়া প্রাপ্তি তিলোত্তমার।

এদিন দুপুরে ময়ূখভবনের একতলায় খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন দফতরের একটি স্টলে মধু কিনতে গিয়েছিলেন বিধাননগরের বাসিন্দা সুদীপ্তা। স্টল তখনও খোলেনি দেখে অপেক্ষা করেন ওই তরুণী। স্টলের পাশে 'টাইপিস্ট'দের একটি ডেস্ক রয়েছে। তার পাশেই কর্মীদের বসার জায়গা। সেখানেই কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট একটি চেয়ারে এসে বসেন এক মাঝবয়সী ব্যক্তি। কিছুক্ষণ পরে ওই ব্যক্তি সিগারেট ধরান। সুদীপ্তা তাঁকে নিষেধ করলেও পাত্তা দেননি তিনি। ওই ব্যক্তিকে সুদীপ্তা অনুরোধ করেন, সরকারি ভবনে ধূমপান এখন বেআইনি। তাই তিনি যেন ধূমপান না করেন। পাশাপাশি, সিগারেটের ধোঁয়ায় তাঁর কষ্ট হয় বলেও জানান সুদীপ্তা। অভিযোগ, উল্টে সুদীপ্তাকেই ময়ূখভবনের বাইরে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন ধূমপায়ী! ভবন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানোর কথা বলা হলে সুর আরও চড়ান ওই ব্যক্তি। সুদীপ্তার কথায়, "ভদ্রলোক সোজা বলে দেন আমি যেখানে খুশি অভিযোগ জানাতে পারি। সিগারেট তিনি ওখানে বসেই খাবেন।" অভিযোগ জানাতে যাতে সুবিধা হয় সে জন্য নিজের নামও জানিয়ে দেন তিনি! সংশ্লিষ্ট ধূমপায়ী জানান, তাঁর নাম সুদীপ সাহা।

সুদীপ্তা রায়।

ভবন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানোর অভিজ্ঞতা অবশ্য সুখকর হয়নি ওই তরুণীর। বার অ্যাসোসিয়েশনের দফতরে গেলে তাঁকে জলসম্পদ ভবনে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে সেখানেও কোথায় অভিযোগ জানাতে হবে, সে সম্পর্কে কিছু বলতে পারেননি কর্মীরা। সুদীপ্তার দাবি, কর্মীদের মধ্যে একাংশ ধূমপায়ীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে নালিশ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন!

তবে দমেননি সুদীপ্তা। ময়ূখভবনের কাছেই বিধাননগর (উত্তর) থানা। সেখানে গেলে তৎক্ষণাৎ সুদীপ্তার সঙ্গে কয়েকজন পুলিশকর্মীকে পাঠানো হয়। ততক্ষণে অবশ্য ময়ূখভবন থেকে চম্পট দিয়েছেন 'বীর পালোয়ান'। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে, ওই ব্যক্তির আসল নাম সুদীপ নয় সুব্রত। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের খোঁজ চলছে।

এদিন সুদীপ্তা বলেন, "সরকারি অফিস চত্বরে ধূমপান যে বেআইনি এখনও সেই চেতনা তৈরি হয়নি। এটা খুবই দুঃখের। এ বিষয়ে সকলে যাতে সচেতন হন নতুন বছরে সেটাই চাইছি।"